ঝিনাইদহে বিএনপি’র কার্যালয়ে ভাংচুর সাবেক ৩ এমপিসহ ৪৬৮ জনের নামে মামলা

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ৪৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জেলা বিএনপি’র সহ-দপ্তর সম্পাদক সাকিব আহমেদ বাপ্পি বাদী হয়ে আজ সোমবার সদর থানায় এ মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখ্য, গত ৪ আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের দলীয় নেতাকর্মীরা বিএনপি’র জেলা কার্যালয়ে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

এ ঘটনায় জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে থাকা আসবাবপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়ে যায়। মামলায় ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ারদার, ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সফিকুল ইসলাম অপু, তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, সদর পৌরসভার মেয়র কাইয়ূম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বিশ্বাস, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজীব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আল-ইমরানসহ সর্বমোট ৪৬৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। ঝিনাইদহ সদর থানার মামলা নং- ১৬, তারিখ: ১৯ আগস্ট, ২০২৪।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মো শাহীন উদ্দিন জানান, জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনায় ৪৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেছেন জেলা বিএনপির এক নেতা।

মেহেরপুরের হরিরামপুর বিল দখল

করার অভিযোগ বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর বিল দখল করার অভিযোগ উঠেছে স্খানীয় বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে। গত ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দিন বিএনপি নেতা রশিদের নেতৃত্বে স্থানীয় বিএনপির নেতাদের বিলটি দখলে নিয়েছে অভিযোগ করেছেন ইজারাদাররা।

২০১৯ সালের ২০ মে হরিরামপুর বিলপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কাছে ৬ বছরের জন্য ইজারা দেয় জেলা প্রশাসন। সেই চুক্তি মোতাবেক চলতি ১৪৩০ বাংলা সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত ইজারাদাররা বিলটিতে মাছ চাষ করতে পারবেন। কিন্তু সরকার পতনের সাথে সাথে চর দখলের মত বিলটি দখলে নেয় বিএনপি নেতারা। দখলে নেওয়ার পর লিখে নেওয়ার জন্য নানাভাবে হুমকি দিয়ে আসছে। এ ঘটনায় হরিরামপুর গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে গ্রামবাসী।

হরিরামপুর বিলপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সাত্তক আলী অভিযোগ করে বলেন, ৬ বছরের জন্য বিলটি আমরা ইজারা নিয়েছি সরকারি নিয়ম মেনে। আমাদের এখনো ৮ মাস বাকি রয়েছে। কিন্তু সরকার পতনের সাথে সাথে বিএনপির নেতারা বিল থেকে আমাদের লোকজনকে তাড়িয়ে দিয়ে তারা দখল করে নিয়েছে। এখন বিলটি লিখে নেওয়ার জন্য বিভিণ্ণ ভাবে হুমকি ধামকি দিচ্ছে। চলতি বছরে আমরা প্রায় ৪২ লাখ টাকার পোনা ছেড়েছি। এখন মাছ বিক্রি করলেও প্রায় ৮০ থেকে ৯০ লাখ টাকা হবে। আমরা তাদের বলেছি, আমাদের মেয়াদ শেষ হলে বিলটি ছেড়ে দেব। কিন্তু তারা জোর করে বিলটি দখলে নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে প্রশাসনকে বলেও কোন লাভ হচ্ছে না।

তবে, এ ব্যাপারে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

বিএনপির খণ্ড খণ্ড মিছিল গাংনী উপজেলা শহর জনসমুদ্রে পরিণত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির তিনটি গ্রুপ পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা গাংনী উপজেলা শহরে অবস্থান করেন। পরে একে একে গোটা এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

যার কারণে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মিছিল থেকে গণহত্যার দায়ে বিএনপি ও ছাত্র-জনতা শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের ফাঁসি দাবি করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকা থেকে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে হাসপাতাল বাজার হয়ে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে (অস্থায়ীভাবে স্থাপিত) এসে শেষ হয়।

বিএনপি নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা বিষয় সহসভাপতি আব্দুর রউফ, নাসির উদ্দিন, গাংনী পৌরসভার কমিশনার নাছির উদ্দীন, সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহেল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নানসহ বিএনপি, কৃষকদল, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির একাংশ ও জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের উদ্যোগে বিশাল বিক্ষাভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিলটি উপজেলা বিএনপির রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার ঘুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। পরে আয়োজিত সমাবেশ সভাপতিত্ব কনেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, জেলা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু শিলাসহ বিএনপির নেতৃবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

একই সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু’র নেতৃত্বে অপর একটি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে আয়োজিত সমাবেশ বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু,মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সভাপতি সুলেরি আলভী, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেনসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

পৃথক পৃথক সমাবেশে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ফ্যাসিবাদী হাসিনাকে পুনর্বাসনের যেকোনো চক্রান্ত বিএনপি ও এদেশের ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে হলেও প্রতিহত করবে। বিএনপি ও ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনসহ বিগত ১৫ বছরে দেশে নির্বিচারে গুম, খুনের বিচার করতে হবে।

তারা বলেন, এখনো যারা শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের পক্ষে আছেন তাদের চিহ্নিত করে সাজা নিশ্চিত করতে হবে। জুলুমের বিচার করতে হবে।

নিরীহ ছাত্র-জনতাকে হত্যাকাণ্ডের দায়ে খুনি শেখ হাসিনাসহ তার সহযোগীদের ফাঁসির দাবি জানান তারা।

মুজিবনগরে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে হত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবিতে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

উপজেলা বিএনপির আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার কেদারগন্জ বাজারে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

অবস্থান কর্মসূচিতে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

এসময় মাসুদ অরুন বলেন, ছাত্র হত্যার বিচার এই বাংলার মাটিতে হবে। শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না। শেখ হাসিনাকে ও তার দোসরদের দেশে ফিরিয়ে এনে পিলখানা হত্যা, বিএনপি নেতা কর্মীদের গুম খুন সহ জুলাই আগস্ট মাসের ছাত্র জনতা হত্যা সহ সমস্ত নির্যাতনের বিচার এই দেশের মানুষ করে ছাড়বে ইনআশাল্লাহ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপি সভাপতি এ্যাড: মারুফ আহমেদ বিজন, মেহেরপুর জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম সাবু,উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান,সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম,জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির,সহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, শ্রমিকদল, যুবদল, ছাত্রদলসহ উপজেলা বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যাক নেতা কর্মীরা অংশ নেন।

দামুড়হুদায় বিএনপির অবস্থান কর্মসূচিতে হাজারো মানুষের ঢল

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবীতে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ২য় দিনের ন্যায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির আয়োজনে বাসস্ট্যান্ড বাজারের কৃষি ব্যাংকের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি ১নং যুগ্ন আহ্বায়ক খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা, প্রধান বক্তা ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য কামরুজ্জামান টুনু, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক সালমা জাহান পারুল, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পলাশ মাহমুদ, তাজ উদ্দিন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার, উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব লিপু আহমেদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুগ্ম আহবায়ক সেলিম উদ্দিন, যুবদল নেতা জহিরুল ইসলাম রিপন, ফিরোজ হাসান

মন্টু, ইজাজুল হক, শওকত আলী, মাহফুজুর রহমান জনি, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতানসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির শান্তি সমাবেশ

কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী বাজারে শান্তি সমাবেশ করেছেন বিএনপি। বৃহস্পতিবার (১৫ আগষ্ট) বিকেলে এ সমাবেশ করেন দলটি।

সারাদেশের ন্যায় বৃহস্পতিবার (১৫ আগষ্ট) বিকেলে উপজেলার এলাঙ্গী বাজারে শান্তি সমাবেশ করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপি।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, এলাঙ্গী ইউনিয়নের মতিয়ার রহমান গাজী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইকরামুল হক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি সাইফুর রহমান মিন্টু, এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি সহসভাপতি একরামুল হক, এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি সাধারন সম্পাদক মনিরুজ্জামান খোকা, এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক গান্না কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ আব্দুস, এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা মন্টু, এলাঙ্গী ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান আসাদ, মিজানুর রহমান মজনু।

এসময় বক্তারা বলেন, ১৭ বছর ধরে এলাকার পাট গাছ সোজা থাকেনি। এখন অনেকে আসছেন দল করতে। তারা বলেন, এখনও আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পায়নি, এ জন্য আমাদের একতা বদ্ধ হয়ে সব কিছু মোকাবিলা করতে হবে। এরপর ক্ষমতায় আসলে আমাদের কাছ থেকে যারা পুলিশ দিয়ে টাকা নিয়েছেন, সেই টাকা গুলো ফেরত নিবো। আপনারা টাকা জড়ো করা শুরু করে দেন।

দর্শনায় বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারি খুনি হাসিনা-কাদের সহ তাদের দোসরদের বিচারের দাবীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনা পৌর বিএনপি অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা রেলবাজারস্থ শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে করেছে অবস্থান কর্মসূচি পালন।

এ সময় বক্তব্য দেন, দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শাহ মুকুল, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, সাবেক যুগ্নসম্পাদক ইকবাল হোসেন, পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মালেক মন্ডল, বিএনপি নেতা নজির উদ্দিন আমিন, রবিউল ইসলাম রবি, তোফাজ্জল হোসেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম মুকুল, দর্শনা থানা যুবদলের সিনিয়র যুগ্নআহ্বায়ক টুটুল শাহ, পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্নআহ্বায়ক সেলিম মেহফুজ মিল্টন, আপু সুলতান, থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ন আহ্বায়ক রিয়াল ইসলাম লিওন, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আল মামুন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন, ছাত্রদলনেতা তারেক, সাইফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন, আলমগীর, খোকা, নাসির, রিপন, সাহাবুল, মজিবর, লালচান মিয়া, কুটি, আজাদুল ইসলাম আজাদ, বাবু, খাইরুল,

একরামুল, শাহিন, আরিফ, মাসুম, আরিফ, অমিদুল, সেরালি, সুজন, শরিফ উদ্দিন, জোবায়ের, জিয়া, রানা, ছমির, নফিজ, ডালিম, রুবেল, সবুজ, মানিক, অনিক, সাজিদ, আলামিন, স্বাধীন প্রমুখ।।

কোটচাঁদপুর বিএনপির শান্তির সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উপজেলার এলাঙ্গী বিএনপির শান্তির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার ইউনিয়নের গুড়পাড়া বাজারে বিএনপির শান্তির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইকরামুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান মিন্টু, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, এলাঙ্গী ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ। শান্তি সমাবেশ পরিচালনা করেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান খোকা। এ সময় বিএনপি, যুবদল, ছাত্র দল, সেচ্ছাসেবক দল সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভায়

শরিফুজ্জামান শরীফ

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে মত বিনিময় সভা অনুণ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবীতে গতকাল বুধবার বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচীব শরিফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন, এই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছে, তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। সংগ্রামী সাথী বন্ধগণ আজকে আমাদের বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছে। এই দ্বিতীয়বার স্বাধীন হওয়ার ভেতর দিয়ে আমাদের যে শিক্ষা হয়েছে, আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সে অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হলো আওয়ামী লীগ যা করেছে, আমরা তা করবো না। আমাদের বিএনপির নেতৃবৃন্দ যদি আওয়ামী লীগ যা করেছে, সেটা করে তাহলে আওয়ামীলীগকে জনগণ যে কারণে প্রত্যাখান করেছে। আমাদের তা করবে। আমরা যেহেতু এই দেশকে ভালোবাসি, আমরা জনগণকে ভালোবাসি। আমাদের নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, আমাদের নেতা বেগম খালেদা জিয়া। তাঁদের নীতি আদর্শ, তাঁদের পথচলা আমরা অনুসরণ করে এই চুয়াডাঙ্গা জেলায় শহীদ জিয়ার আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমি রাজনীতি করতে চাই।

তিনি বলেন, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক নির্বাহী সদস্য এমদাদুল হক ডাবু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিপটন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের আহব্বায়ক জাহিদ হোসেন শুভ।

বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউজ্জামান, বেলগাছী ইউনিয়ন বিএনপির নেতা সলোক মিয়া, সমি, তপু,

বোরাহান, লিটন, তারিকুল, সাহাংঙ্গীর বজলুর রহমান ও কিতাব উদ্দিন। বেলগাছী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি প্রান্ত, সাধারণ সম্পাদক নীরব, সহ-সভাপতি জীবন, যুগ্ন আহব্বায়ক নাজিম, সোহান, জিহাদ, মাহফুজ, রাসেল, জিল্লু জীম প্রমুখ।

মেহেরপুর ও গাংনীতে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি পালন

ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যার অভিযোগে সদ্য পদত্যাগি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার দলের নেতাকর্মীদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি পালন কররা হয়েছে। একই সময়ে গাংনী উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

গতকাল বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে ও গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের সভাপতিত্ব অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা তাঁতি দলের সভাপতি আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির প্রমুখ।

এদিকে আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে গাংনীতে বিএনপি, কৃষকদল, যুবদল ও ছাত্রদলের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে গণজমায়েত কর্মসূচি পালন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।